দৈনিক
জনকণ্ঠ

25 MAR 2003
৪

নকল রোধে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের ভিডিও ক্যামেরা ও সর্বক্ষণিক তদারকির প্রস্তুতি

পাবনা, ২৪ মার্চ, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে এবারে এসএসসি পরীক্ষায় ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে নকল প্রতিরোধে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। কেন্দ্রে ভিডিও ক্যামেরাসহ বোর্ডের নিজস্ব ভিজিলেন্স টিম সর্বক্ষণিক তদারক করবে। শুধু তাই নয়, যে কোন কেন্দ্রে কোন পরীক্ষার্থীর কাছে নকল পাওয়া গেলে শুধু বহিষ্কার নয়; উক্ত পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনে মামলা এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে জেলহাজতে পাঠানো হবে। এ ছাড়া কেন্দ্রের শান্তিমূলক ব্যবস্থা তো রয়েছেই। ২৭ মার্চ থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। সূত্র জানায়, এবারে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ২ লাখ ৭৩ হাজার ২শ' ৪ জন। মোট কেন্দ্র ১৯৩। এর মধ্যে ৪৫টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ।

৪৫টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ

প্রতিবছর ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলো ছাড়াও মফস্বলের অধিকাংশ কেন্দ্রে ব্যাপক নকল এবং গণটোকাটুকির কারণে শিক্ষা বোর্ডগুলোকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। শিক্ষা বোর্ডের দোষত্রুটির চেয়ে জেলাগুলোত অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্র সচিবদের কারণে ব্যাপক নকলের পাশাপাশি অনেক নিরীহ পরীক্ষার্থীকে মাসুল দিতে হয়। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ইতোমধ্যেই মফস্বলে কেন্দ্র সচিব, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নকলমুক্ত ও সুষ্ঠু পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

এরই অংশ হিসাবে গত বুধবার পাবনা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এমনি একটি সভায় রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মুসা উদ্দিন বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন। তিনি এ সময় কেন্দ্র সচিব ও পরীক্ষকদের মারাত্মক ভুলের কয়েকটি নমুনা উপস্থিত সকলকে দেখান। তিনি বলেন, একজন পরীক্ষার্থী ইংরেজী ২য় পত্রে পেয়েছেন ৭৩ কিন্তু তার উত্তরপত্রে পরীক্ষকের ভুলের কারণে দেয়া হয়েছে ৩। অপর একজন পরীক্ষার্থী পেয়েছে ৭৫ কিন্তু পরীক্ষক তার ভুলের কারণে উক্ত পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রে ঘর পূরণ করতে গিয়ে দিয়েছেন ০০১৫। অর্থাৎ সে ৭৫ এর জায়গায় পেয়েছে ১৫। এভাবে কেন্দ্র সচিবের ভুলের কারণে অনেক নিরীহ পরীক্ষার্থীর ক্ষতি হয়েছে। নকল না করেও রোল নম্বর ভুল লেখায় অনেকের হয়েছে সর্বনাশ। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের উপস্থাপিত এসব নমুনা চাক্ষুস দেখে সংশ্লিষ্ট সকলেই বিস্মিত হন। এ সময় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, এবারে এসব ভুল করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে ভিডিও ক্যামেরা এবং বোর্ডের ভিজিলেন্স টিম সর্বক্ষণিক তদারক করবে। জেলা প্রশাসনের ভিজিলেন্স টিম ছাড়াও বোর্ডের নিজস্ব ২ শতাধিক টিম কাজ করবে। যে কোন কেন্দ্রে কোন পরীক্ষার্থীর কাছে নকল পাওয়া গেলে শুধু বহিষ্কার নয়; উক্ত পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনে মামলা এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে জেলহাজতে পাঠানো হবে। জেলা প্রশাসক একেএম জাহাঙ্গীর সভায় বলেন, পরীক্ষা কার্যক্রমে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট যে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেলে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। সভায় রাজশাহী বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক একেএম ফজলুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) নয়ন চন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।